শাব্দবোধ

১) তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন অন্নংভট্ট।

২) তর্কসংগ্রহ দীপিকাটীকা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন অন্নংভট্ট।

৩) আপ্ত পুরুষ বা ব্যক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে।

৪) যিনি যথার্থ বক্তা অর্থৎ সত্যবাক্, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয় ত্রুটি মুক্ত, তিনিই আপ্ত পুরুষ বা ব্যক্তি।(আপ্তস্তু যথার্থ বক্তা) বা বলা যায় যিনি শব্দ দ্বারা বোধিত অর্থকে অর্থাৎ পদার্থকে যথার্থভাবে জানেন এবং সেই যথার্থ অর্থ প্রকাশের অভিপ্রায় বশতঃ জ্ঞানানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনিই আপ্তব্যক্তি এবং সত্য প্রকাশক ব্যক্তির বাক্যকে আপ্তবাক্য বলে।

৪) বাক্য হল পদসমষ্টি অর্থাৎ পরস্পর সাকাঙ্খ, আসত্তি ও যোগ্যতা সম্পন্ন পদসমষ্টিকেই বাক্য বলে। (বাক্যং পদসমূহ)।

৫) যা শক্তিবিশিষ্ট তাকে পদ বলে। (শক্তং পদম্)।

৬) অস্মাৎপদাৎ অয়মর্থো বোধব্য ইতি ঈশ্বর সংকেত শক্তি অর্থাৎ এই পদের এই অর্থ বুঝতে হবে এই প্রকার ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সংকেতকে শক্তি বলে।

৭) অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকা গ্রন্থে বলেন অর্থের স্মৃতির অনুকূল পদের সঙ্গে পদার্থের যে সম্বন্ধ তাকে শক্তি বলে।

৮) কোন পদে বা কোন ব্যক্তিতে যে শক্তিগ্রহ বা জ্ঞান হয় তা বৃদ্ধগণের ব্যবহার দ্বারা জানা যায়।

৯) মীমাংসক মতে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ এক প্রকার শক্তি এবং এঁদের মতে শক্তি একটি অতিরিক্ত পদার্থ।

১০) যে অর্থকে বোঝাবার শক্তি যে পদে আছে, সেই পদই সেই অর্থকে বোঝায়। আর এরকম শক্তিমৎকে পদ বলে।

১১) অন্নংভট্টের মতে শাব্দবোধজনক পদার্থস্মরণের অনুকূল সম্বন্ধই শক্তি। তবে তাঁর মতে, এই শক্তিরূপসম্বন্ধ তাদাত্ম্য নয়, আবার অন্য পদার্থও নয়। ন্যায়মতে এই শক্তি হল সংকেতমাত্র।

১২) পদ কোন্ পদার্থকে বোঝায় এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, পদের দ্বারা জাতি বোধিত হয় অর্থাৎ গোশব্দের দ্বারা গোত্ব জাতিতেই শক্তি স্বীকার করতে হবে। আর নৈয়ায়িকগণ বলেন পদের দ্বারা জাতি-আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায় (ব্যক্ত্যাকৃতিজাতুস্তু পদার্থঃ)।

১৩) পদ ও পদের দ্বারা বোধিত যে অর্থ অর্থাৎ পদার্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে।

১৪) পদের সহিত পদার্থে সম্বন্ধ অন্নংভট্টের মতে দুই প্রকার - যথা ঃ শক্তি ও লক্ষণা।

১৫) প্রাভাকর মীমাংসকের মতে শক্তিগ্রহ বা শক্তিজ্ঞান হয় কেবল ব্যবহার বোধক বাক্য বা কার্যপর বাক্যের দ্বারা। যেমন গোরুটি আনয়ন কর, গাভীটি বন্ধন কর ইত্যাদি।

১৬) কিন্তু ন্যায়মতে, কার্যপর বাক্য থেকে যেমন শক্তিগ্রহ হয় তেমনি আবার সিদ্ধপর বাক্য অর্থাৎ যে বাক্যে কোন ব্যবহার বোধক শব্দ নেই বা বলা যায় বাক্যটি কার্যপর নয়, তা থেকেও শক্তিগ্রহ হয়। যেমন কাঞ্চীনগরীতে ত্রিভূবনতিলক ভূপতি আছেন বা ছিলেন।

১৭) শক্যসম্বন্ধকে লক্ষণা বলে (শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা)। অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত হয়, তাকে শক্য বলা হয়, সেই শক্যের সম্বন্ধই লক্ষণা। যেমন গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি। গঙ্গা পদের শক্য অর্থ হল জলপ্রবাহ, আর ঘোষ পদের শক্য অর্থ গোপপল্লী। সম্পূর্ণ অর্থ হল গঙ্গাজলপ্রবাহে গোপপল্লী বাস করে। কিন্তু জলপ্রবাহে কেউ বসবাস করতে পারে না। অথচ বাক্যটি আপ্তবাক্য। আর তাই লক্ষণার দ্বারা বাক্যটির সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত বাক্যের গঙ্গা পদের লক্ষণা করতে হবে। এই লাক্ষণিক অর্থটি হবে শক্যার্থসম্বন্ধী। গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ হল জলপ্রবাহ বিশেষ। আর এই জল প্রবাহের সম্বন্ধী হল তীর। এখানে সম্বন্ধ বলতে সামীপ্য সম্বন্ধ বুঝতে হবে। গঙ্গাতীরে অর্থাৎ গঙ্গাপ্রবাহের অতিনিকটে গোপপল্লী বসবাস করে।

১৮) কোষ গ্রন্থ বা অভিধানে যে সকল শব্দের বা পদের নানা অর্থ স্বীকার করা হয়েছে কেবল সেই পদের নানা শক্তি স্বীকার্য। নচেৎ গৌরব দোষ হবে। যেমন কোষ গ্রন্থে গঙ্গা পদের একটি অর্থ গঙ্গা প্রবাহকে স্বীকার করা

হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে নানা অর্থ স্বীকার করলে গৌরব হবে। কিন্তু কোষ গ্রন্থে সৈন্ধব শব্দের নানা অর্থ অর্থাৎ সৈন্ধব লবণ ও সিন্ধু দেশীয় ঘোড়াকে স্বীকার করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দুটি শক্তির দ্বারা দুটি অর্থ স্বীকার করলে কোন দোষ হয় না। লক্ষণা কেবল পদেরই স্বীকার করা হয়, বাক্যের নয়।

১৯) অন্নংভট্টের মতে লক্ষণা তিন প্রকার যথা ঃ ক) জহৎলক্ষণা, খ) অজহৎ লক্ষণা ও গ) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা।

২০) জহৎ লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় (যত্র বাচ্যার্থস্যান্বয়াভাবঃ তত্র জহৎলক্ষণা) তাকে জহৎ লক্ষণা বলে। যেমন 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' - এই বাক্যে মঞ্চ পদের জহৎ লক্ষণা করতে হয়। কারণ মঞ্চ একটি অচেতন পদার্থ। তাতে ক্রোশনকর্তৃত্ব বা চিৎকার করারূপ কার্য উপপন্ন হয় না। তাই মঞ্চ পদের লক্ষণার দ্বারা মঞ্চে উপবিষ্ট পুরুষ চিৎকার করছে বুঝতে হবে।

২২) অজহৎ লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় লক্ষণিক পদটি স্বীয় বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে, লাক্ষণিক পদটির অর্থবোধে বাচ্যার্থ বা শক্যার্থেরও অন্বয় হয়, সেই লক্ষণাকে অজহৎ লক্ষণা বা অজহৎস্বার্থা লক্ষণা(যত্র বাচ্যার্থস্যাপ্যন্বয়ঃ তত্র অজহদিতি) বলে। যেমন 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'। অনেকগুলি লোকের গমনকে লক্ষ্য করে (যাদের মধ্যে কয়েক জনের মাথায় ছত্র আছে, আবার কয়েকজনের মাথায় ছত্র নাই)যদি কেউ বলেন, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' - তাহলে ছত্রি পদের লক্ষণা করতে হবে যেহেতু ছত্রি পদে ছত্রধারী ও ছত্রহীনজনকেও বুঝতে হব।

২৩) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় বাচ্যার্থের একাংশ পরিত্যক্ত হয় ও অপরাংশ বাচ্যার্থে অন্বিত বা গৃহীত হয়, তাকে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা (যত্র বাচ্যৈকদেশত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ তত্র জহদজহদিতি) বলে। যেমন উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি। তুমি সেই হও - এই বাক্যের তুমি পদে পরমাত্মাকে এবং সেই পদে জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। পরমাত্মার সর্বজ্ঞত্ব ও জীবাত্মার অল্পজ্ঞত্ব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বাচ্যার্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে অপর অংশ চৈতন্যকে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ পরমাত্মাও চৈতন্যবিশিষ্ট, জীবাত্মাও চৈতন্যবিশিষ্ট। এই দিক থেকে উভয়ের মিল আছে লক্ষণার দ্বারা এরূপ অর্থ ধরলে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ উদ্ধার হয়।

২৪) গৌণীকে অন্নংভট্ট একটি অতিরিক্ত বৃত্তিরূপে স্বীকার করেন নি। তা লক্ষণার অর্ন্তগত করা যায়। শক্য সম্বন্ধকে লক্ষণা বলা হয়। তা যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হতে পারে, তেমনি আবার পরম্পরা সম্বন্ধও হতে পারে। এই পরম্পরা সম্বন্ধের দ্বারা গৌণী বৃত্তির জ্ঞান হয়ে যায়।

২৫) ব্যঞ্জনাবৃত্তিকেও অন্নংভট্ট অতিরিক্ত বৃত্তিরূপে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে ব্যঞ্জনাবৃত্তি শক্তি কিংবা লক্ষণার অন্তর্গত হয়ে যায়।

২৬) তাৎপর্যের অনুপপত্তি লক্ষণার বীজ।

২৭) বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য বলে (বক্তুরিচ্ছা তাৎপর্য)।

২৮) প্রকরণ দ্বারাই তাৎপর্যের জ্ঞান হয়।(প্রকরণাদিকং তাৎপর্যগ্রাহকম্) যেমন ভোজন প্রকরণে সৈন্ধব আনয় বললে সৈন্ধব শব্দ লবণবোধনে প্রযুক্ত হয়, আবার গমন প্রকরণে সৈন্ধব শব্দ অশ্ববোধক।

২৯) অসম্পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে অন্নংভট্টের মতে শ্রোতা প্রথমে শব্দ অধ্যাহার করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করেন তারপর প্রকরণের দ্বারা তার শাব্দবোধ হয়। যেমন বাড়ির মালিক ভৃত্যকে বললেন, 'দ্বারম্', শ্রোতা প্রথমে শব্দ অধ্যাহার করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ বাক্যটি গঠন করে 'দ্বারম্ পিধেহি' অর্থাৎ দরজাটি বন্ধ কর। পদবিশেষজন্য পদার্থের উপস্থিতি শাব্দবোধের কারণ।

৩০) এই পদকে অন্নংভট্ট চার প্রকার বলেছেন। যথা ঃ ১) যৌগিক, ২) রূঢ়, ৩) যোগরূঢ় ও ৪) যৌগিকরূঢ়।

৩১) যোগ শব্দের অর্থ হল অবয়ব শক্তি।

৩২) অবয়ব শক্তির দ্বারা অর্থপ্রতিপাদক পদকে যৌগিক বলে। যেমন পাচক পদ।

৩৩) রূঢ়ি শব্দের অর্থ সমুদায়ে শক্তি। রূঢ়ি দ্বারা যে পদ অর্থ প্রতিপাদক হয়, তাকে রূঢ় বলা হয়। যেমন গো-পদটি।

৩৪) যে পদ যোগের দ্বারা ও রূঢ়ির দ্বারা অর্থাৎ অবয়ব শক্তির ও সমুদায় শক্তির দ্বারা অর্থ প্রতিপাদক হয়, তাকে যোগরূঢ় পদ বলা হয়। যেমন পঙ্কজ ইত্যাদি পদ। অবয়ব শক্তির দ্বারা পঙ্কে যা জন্মায় তা বোঝায়, আর সমুদায় শক্তির দ্বারা পদ্মরূপ পদার্থ বিশেষকেই বোঝায়।

৩৫) যে পদে অবয়ব শক্তি ও সমুদায় শক্তি পরস্পর সহকারী না হয়ে অর্থাৎ পৃথকভাবে অর্থপ্রতিপাদক হয়, সেই পদকে যৌগিক রূঢ় পদ বলে। যেমন উদ্ভিদ পদটি। উদ্ভিদ পদের যৌগিক অর্থ হল তরুগুল্মাদি, আর রূঢ় অর্থ হল এক প্রকার যজ্ঞ।

৩৬) প্রাভাকর মীমাংসকগণ অন্বিতাবিধানবাদী

৩৭) ভাট্ট মীমাংসক, মহর্ষি গৌতম প্রমুখ অভিহিতান্বয়বাদী।

৩৮) আকঙ্খা, যোগ্যতা, সন্নিধি বা আসত্তি এবং তাৎপর্যকে বাক্যার্থ জ্ঞানে হেতু বলা হয়।

৩৯) একটি পদ অন্য পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয় অনুভবের জনক না হয়, তাহলে ঐ পদদ্বয় পরস্পর সাকাঙ্খ(পদস্যপদান্তরব্যতিরেকপ্রযুক্ত অন্বয় অননুভাবকত্বম্ আকাঙ্খা) যেমন ‘রামঃ গচ্ছতি’। এরা পরস্পর সাকাঙ্খ।

৪০) বাক্যের ব্যবহৃত পদের অর্থ যদি অবাধিত হয় অর্থাৎ পদার্থের যদি বাধ না হয়, তাকে যোগ্যতা বলে (অর্থাবাধো যোগ্যতা)। যেমন অগ্নিনা সিঞ্চেৎ।

৪১) বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির উচ্চারণ যদি বিলম্ব না হয় অর্থাৎ পদগুলি যদি যথারীতিতে উচ্চারিত হয় এবং তার অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হয়, তাকে সন্নিধি বলে।

৪২) আকাঙ্খাবিহীন বাক্য শব্দ প্রমাণরূপে গৃহীত হয় না। যেমন ঃ ‘গরু, ঘোড়া। মানুষ ও হাতি। এই পদগুলির কোন একটি শ্রবণ করলে শ্রোতার মনে পদগুলির অর্ন্তগত অন্য পদের আকাঙ্খা হয় না।

৪৩) ‘অগ্নিনা সিঞ্চেৎ’ অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা সিঞ্চন করবে, - বাক্যটিতে যোগ্যতার অভাব আছে।

৪৪) এখন উচারণ করা হল - ‘গাম’ এবং এক প্রহর পরে উচ্চারণ করা হল - ‘আনয়’ - গাম ও আনয় এই পদদ্বয় আসত্তি বা সন্নিধির অভাব থাকায় অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হবে না ফলে শাব্দবোধও হবে না।

অধ্যাপক বিবকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলজ